JG. 23 2006

ইনকিলাব

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি এবং ফাজিল-কামিলের মান প্রসঙ্গ

অবশেষে সরকার কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালে জিয়া গত সোমবার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদদে সঙ্গে এক সভায় ঘোষণা করেন, সরকার কওমী মাদ্রাসার দাওরা ডিগ্রীকে এম (ইসলামিক স্টাডিজ/আরবী সাহিত্য) ডিগ্রীর সমমান দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ইসলামী আরবী শিক্ষার অন্যতম ধারা কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতিদানের এ সিদ্ধান্তের জন্য আমরা সরকারকে অভিনন্দন জানাই। কওমী মাদ্রাসা থেকে দাওর পাস করে শিক্ষার্থীরা ইমামতি, কাজীগিরি ও কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ছাড়া আ কোন পেশায় প্রবেশ করতে পারেননি। কেননা তাদের ডিগ্রীর সরকারী কোন স্বীকৃ ছিল না। আশা করা যায়, এই স্বীকৃতির মাধ্যমে তারা অন্যান্য পেশা গ্রহণের সুযো পাবেন। আর তাতে করে সমাজে তাদের অবদান ব্যাপক বিস্তৃত হবে। ১৯৩০ সা থেকে এদেশে কওমী মাদ্রাসার যাত্রা শুরু হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার এই ধারায় ৯০ শতাং আরবী এবং ১০ শতাংশ বাংলা, অংক, ইংরেজি পড়ানো হয়ে থাকে। সনদের সরকারী স্বীকৃতির দাবীতে কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা ১৯৯০ সাল থেকে আন্দোলন করে আসছেন। বর্তমান জোট সরকারের আমলেও এই আন্দোলন অব্যাহতভাবে চলে আসছে। এর মধ্যে সরকারের প্রস্তুতির যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়েছে। সরকা কোন পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ ব্যতীত যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, তা এখনো নিছক একটি ঘোষণা মাত্র। পূর্বাহ্নে প্রস্তুতি গ্রহণ না করার কারণে এই মান দান বা স্বীকৃতির কোন রূপরেখাও প্রণীত হয়নি। বিষয়টিকে একটি প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে কোন প্রকল্প পরিচালকও নিয়োগ দেয়া হয়নি। সরকার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও কৌশলের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা যথাসময়ে যথাযথভাবে সম্পন্ন না হলে এই সিদ্ধান্তটি ফাইলবন্দী হয়ে থাকতে পারে বলে অনেকে যে আশংকা প্রকাশ করছেন, তা নিরসনের দায়িত্ব সরকারেরই। আমরা আশা করি, এমনটি যেন কিছুতেই না হয় এবং অবিলম্বে যেন এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ হরা হয়।

প্রধানমন্ত্রী এই সভায় আরো অবহিত করেছেন যে, আলিয়া মাদ্রাসাসমূহের ফাজিলকে গ্রাজুয়েশন এবং কামিলকে মাস্টার্সের সমমান দেয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। অবিলম্বে এ বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই ইতিবাচক বক্তব্য আশাব্যঞ্জক, সন্দেহ নেই। উল্লেখ্য, ফাজিল-কামিলের মানের দাবীতে আন্দোলন দীর্ঘদিনের এবং ১৯৮০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ফাজিলকে ব্যাচেলর ও কামিলকে মাস্টার্সের মান দিয়ে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন বেতন স্কেলও প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু এই ডিগ্রী দু'টির একাডেমিক স্বীকৃতি না থাকায় ফাজিল ও কামিল ডিগ্রীধারীরা বিসিএসসহ কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং অন্য কোন পেশায় সমমানের পদে আবেদন করতে পারছেন না। এই প্রেক্ষাপটে অনেক আগেই ফাজিল-কামিল-এর যথাক্রমে গ্রাজুয়েশন ও মাস্টার্সের সমমান লাভ করার কথা থাকলেও এক্ষেত্রে নানা বিভ্রান্তি ও চক্রান্ত বিষয়টিকে বিলম্বিত করতে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। চক্রান্ত এখনো বিদূরিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, এ দাবীর সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও ভাব-মর্যাদা রক্ষার প্রসঙ্গ। এ কারণেই এ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভিন্ন মান প্রদানের আর কোন বিকল্প নেই। ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে সরকারী প্রক্রিয়ার যেসব বিধি-বিধান ও ব্যবস্থার কথা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি এড়িয়ে আলিয়া মাদ্রাসা ফাজিল-কামিলকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে সিলেবাস, পাঠ্যক্রম- ইত্যাদিতে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য বিনাশের চক্রান্ত চলছে। দ্বিতীয়ত এমন সব অন্যায় শর্ত বা বিধান রাখা হচ্ছে, যাতে করে মাত্র কিছুসংখ্যক মাদ্রাসা ছাড়া দেশের আর সকল মাদ্রাসা ও শিক্ষার্থীরা সমমান গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। এর পরিণতিতে আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে চরম বিভক্তি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশে ইসলামী শিক্ষা বিপন্নদশায় পতিত হবে।

ইসলামী শিক্ষাকে বিপন্নদশায় নিক্ষেপের এই অপপ্রবণতা দেশের পীর-মাশায়েখ ও আলেম সমাজকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। ইতোমধ্যে ছারছীনার পীর সাহেব এবং ফুলতলীর পীর সাহেব প্রধানমন্ত্রীর প্রতি এক খোলা চিঠিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, সরকারের অনুধাবন করা প্রয়োজন, মান প্রদানের নামে যদি মাদ্রাসার ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য কোনপ্রকার ক্ষুণ্ন করা হয় কিংবা ফাজিল-কামিলের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের যে কোর্স-কারিকুলাম আছে তা যদি রদবদল করা হয় অথবা মঞ্জুরিপ্রাপ্ত ফাজিল-কামিল মাদ্রাসাসমূহের কোনটিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয় কিংবা ঐ সকল মাদ্রাসায় চাকরিরত শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরিতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয় তবে সে চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত কোনমতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। পরিশেষে তারা ইসলামী শিক্ষার মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে এ আবেদনও জানিয়েছেন যে, এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সাপেক্ষে আপাতত ফাজিল কামিল মাদ্রাসাসমূহকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে রেখেই ফাজিলকে ডিগ্রী ও কামিলকে মাস্টার্সের মান প্রদান করা হোক। এই আবেদনে যদি সরকার সাড়া না দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্যবিনাশী সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে, তাতে সমস্যার সমাধান না হয়ে নতুন সমস্যা তৈরী হবে, যা কোনভাবেই জাতির কাম্য নয়। আমরাএ প্রস্তাব খুবই যুক্তিযুক্ত মনে করি এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য আবেদন জানাই।